২৪-০৪-১৮ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

মিষ্টি বাচ্চারা -- কেবল মাত্র শ্রীমত শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করবে, নিজের মনের মতামত বা অন্যের মতামত অভিশপ্ত করে দেবে, তাই শ্রীমৎ-কে কখনো ভুলোনা"

প্রশ্নঃ- সতোপ্রধান পুরুষার্থী এবং তমোপ্রধান পুরুষার্থী কে ? দু'য়ের মধ্যে তফাৎ কি ?

উত্তর :- সতোপ্রধান পুরুষার্থী বাবার কাছে সম্পূর্ণ বর্সা প্রাপ্তির পুরুষার্থ বা প্রতিজ্ঞা করে, স্মরণে থাকার রেস করে এবং এক নম্বর স্থান প্রাপ্তির লক্ষ্য রাখে। তমোপ্রধান পুরুষার্থী বলে - যা ভাগ্যে আছে হবে, আচ্ছা, প্রজা পদ প্রাপ্তি হলে প্রজা পদ-ই ভালো। তাদের সামনে মায়ার এমন বিঘ্ন আসে যে তারা রেস থেকে বাইরে বেরিয়ে যায় ।

গান :- আমার আশ্রয় দাতা আমার হৃদয় তোমায় জানায় ধন্যবাদ .....

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা যখন সামনে বসে থাকে তখন তারা জানে যে আমরা হলাম জীব আত্মা। এখানে তো জীব আত্মারাই থাকবে তাইনা ! যখন আত্মার কাছে দেহ নেই তখন সে দেহহীন হয় , তাকে অশরীরী বলা হয়। তোমরা তো দেহ সহিত বসে আছো। আত্মা বা পরমাত্মা যতক্ষন দেহ ধারণ না করছে ততক্ষণ কথা বলতে পারেনা। তোমরা জীব আত্মারা জানো - এখন বাবার সামনে বসে আছি। হুবহু যেমন ৫ হাজার বছর পূর্বে সামনে উপস্থিত ছিলাম। বাচ্চারা বাবার কাছেই বর্সা নেবে। তারা জানে যে - আমরা নিজের পরম পিতা পরমাত্মা বেহদের বাবার সামনে বসে আছি। কেন ? বাবার কাছে বেহদের বর্সা নিতে। যেমন স্কুলে ছাত্ররা বোঝে আমরা টিচার দ্বারা ইঞ্জিনিয়ারিং - এর শিক্ষা প্রাপ্ত করি , ব্যারিস্টারি -র শিক্ষা প্রাপ্ত করি। একটি মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে । তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো পরম পিতা পরমাত্মা আমাদের ব্রহ্মা দেহে বসে রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করেন। ভগবানুবাচ- এই কথা তো বাচ্চাদের বোঝান হয়েছে যে ভগবান নিরাকারকে বলা হয়। জীবাত্মা পুনর্জন্ম অবশ্যই নেয়। যে কোনও সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করো - মানুষ কি পুনর্জন্ম নেয় ? তখন উত্তরে এমন বলবেনা যে নেয় না । তা নাহলে ৮৪ লক্ষ জন্ম কেন বলেছে। জিজ্ঞাসা করো - তোমরা পুনর্জন্মে বিশ্বাস কর ? এই কথা তো ঠিক , আত্মা সংস্কার অনুযায়ী এক দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহ ধারণ করে। এই ভাবেই মানুষ ৮৪ লক্ষ জন্ম নেয় , কিন্তু ৮৪ বার জন্ম গ্রহণ করে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় প্রথম জন্ম নিশ্চয়ই খুব শ্রেষ্ঠ সতোপ্রধান হবে। শেষের জন্ম তমোপ্রধান হবে। ১৬ কলা থেকে ১৪ কলা , ১২ কলা হতে থাকবে। পুনর্জন্ম নিশ্চয়ই হয়। জিজ্ঞাসা করা উচিত -- আচ্ছা, পরম পিতা পরমাত্মার পুনর্জন্ম হয় অথবা তিনি হলেন জন্ম-মরণ বিহীন ? দেখো, এই পয়েন্ট হল খুবই সুক্ষ্ম পয়েন্ট। যদি বলবে জন্ম-মরণ বিহীন তাহলে শিব- জয়ন্তী প্রমাণিত হবেনা। বলবে শিব জয়ন্তী তো পালন করা হয়। বোঝান হয় - হ্যাঁ, শিব জয়ন্তী আছে কিন্তু জন্মের সাথে যাকে মৃত্যু বলা হয় , সেইটি নেই। যদি মৃত্যু হয় তবে পুনর্জন্ম হবে। বাবা কখনও পুনর্জন্মে আসেন না। তিনি এই শরীরে একবার-ই আসেন , ব্যস। তারপর পুনর্জন্মে আসেন না। পরম পিতা পরমাত্মা হলেন পুনর্জন্ম বিহীন, তিনি কখনও সতোপ্রধান থেকে তমো-তে পরিণত হন না। আত্মারা সব জন্ম মরণে এসে পতিত হয় , তখন বাবা আসেন পবিত্র করতে। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে আত্মাই পতিত হয়। আত্মা পবিত্র স্বরূপে আসে, মায়া পতিতে পরিণত করে।

বাবা কখনও বাচ্চাদের খারাপ মতামত দেবেন না। এই সময়ের পতিত মানুষ , পতিত মতামত দেয়। এখন বাবা বলেন যে পতিত হবেনা অর্থাৎ বিকারের বশে বশীভূত হবেনা। রাবণের মতামত অনুযায়ী দুঃখধাম তৈরি হয়েছে। প্রথমে সুখধাম ছিল , এমন নয় বাবা-ই সুখ-দুঃখ প্রদান করেন, নয়। বাবা কখনও বাচ্চাদের দুঃখের মতামত দিতে পারেননা। মায়া-ই দুঃখ দেয়। সেই মায়াকেও পরাজিত করে তোমরা জগৎ জিত হও। মানুষ মায়ার অর্থ বোঝেনা , তারা ধন সম্পদকে মায়া বলে। তারা বলে অমুকের মায়ার নেশা আছে। কিন্তু মায়া তো পাঁচ বিকারকে বলা হয়। যদি পাঁচ বিকারের নেশা আছে তাহলে মায়া গ্রাস করে নেয়। সত্যযুগ ত্রেতায় মায়ার নেশা নেই। সেখানে রাবণের এফিজি দহন করা হয়না। এফিজি মহা শত্রুদের তৈরি করা হয়। রাবণ রাজ্য আরম্ভ হয় অর্ধকল্প । দেহ-অহংকার এলে অন্য বিকার গুলিও এসে যায়। শাস্ত্রে এইসব কথা লেখা নেই। লেখা আছে - দেবতারা বাম মার্গে অর্থাৎ বিকারে গমন করে। মায়ার বশে বশীভূত হয়ে পর-বশ হয়ে যায়। অন্যদের মতামত অনুযায়ী চলে। এখন তোমরা চলো শ্রীমৎ অনুসারে। পরমত অর্থাৎ মায়ার মতামত। শ্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মতামত হল বাবার। ঐ হল পরমত রাবণের মতামত তাই বাবা বলেন অসুরী সম্প্রদায় সবাই রাবণের বন্ধনে থেকে দুঃখী হয়।

মানুষ সত্যযুগের আয়ু লক্ষ বছর ভেবেছে। তখন তোমরা হিসেব করে বলো যে পাঁচ হাজার বছর কিভাবে হয়। ক্রাইস্ট-এর ২০০০ বছর হয়েছে, বুদ্ধের ২২৫০ বছর হয়েছে , ইসলামের ২৫০০ বছর হয়েছে। সবগুলো মিলিয়ে অর্ধকল্প হল। তার আগে তো দেবতাদের রাজত্ব ছিল তাহলে দেবতাদের লক্ষ বছর কেন বলা হবে।এত বছর হলে তো মানুষের সংখ্যা অনেক হয়ে যেত। এত সংখ্যা তো নেই। পাঁচ হাজার বছরেই ৫- ৬শত কোটি মানুষ হয়ে যায়। বলাও হয় ক্রাইস্টের ৩ হাজার পূর্বে ভারতে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম ছিল। ৫ হাজার বছর পূর্ণ হয়েছে , নাটক পূর্ণ তো হবে তাইনা। এইসব কথা কেউ জানেনা । আমি কে , আমি কেমন, এই চক্র কিভাবে পরিক্রমা করে। কেউ জানতে পারেনা। বাবা-ই বোঝান এই হল গীতা। বাবা এসে সহজ রাজ যোগের শিক্ষা দিয়েছেন , তখন নাম রাখা হয়েছে গীতা। যেমন ক্রাইস্ট শিখিয়েছেন তার নাম রাখা হয়েছে বাইবেল, এইসব হল অনাদি নাম । সেসব রিপিট হয়। বাবা বৃদ্ধাদেরও বোঝান , এই হল খুবই সহজ কথা। শুধু বাবা ও বর্সা স্মরণ করো। সন্তান রূপে জন্ম নেওয়া অর্থাৎ উত্তরাধিকারী হওয়া। তোমরা বুঝেছ যে আমরা হলাম বাবার উত্তরাধিকারী। ৫ হাজার বছর পরে আবার দেখা হচ্ছে। ক্ষণে ক্ষণে ৫ হাজার বছর বলা হবে। ২-৩ বছর পরে যারা এসেছে তারাও বলবে আমরা ৫ হাজার বছর পর এসেছি। এই হল খুবই গুহ্য কথা। বাবা জিজ্ঞাসা করেন প্রথমে কখনও দেখা হয়েছিল ? বলবে - হাঁ বাবা । আত্মা এই মুখ দিয়ে বলে - ৫ হাজার পূর্বে আপনার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল। আপনি এই দেহ দ্বারা শিক্ষা দিতে এসেছিলেন। যে আত্মারা সন্তান রূপে দৃঢ় নিশ্চয়ী তারা বোঝে আমরা বাবার কাছে বেহদের বর্সা প্রাপ্ত করার জন্যে বসে আছি। আমরা বেহদের বাবার আপন হই ব্রহ্মা দ্বারা। বাবা বলেন তোমরা কি আমাকে চিনতে পারো ? আমি তোমাদের পিতা। বলবে হ্যাঁ বাবা আপনি হলেন আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পিতা পরমপিতা পরমাত্মা । বাবা-ই বলেন - তোমাদের আমি স্বর্গে পাঠিয়ে ছিলাম , বর্সা দিয়েছিলাম, সেইসব মায়া কেড়ে নিয়েছে তাই আবার তোমাদের আমি প্রদান করছি। মায়া বর্সা কেড়ে নেয় , বাবা প্রদান করেন। এই খেলা তো অনেকবার হয়েছে , হতেও থাকবে। এর কোনো শেষ নেই। বাবার আপনজন হয় তাতেও কেউ হয় নিজের , কেউ হয় সৎ সন্তান। কেউ সৎ সন্তান আর কেউ হয় নিজের । কাঁচা পাকা হয় তাইনা। পাক্কা অর্থাৎ নিশ্চয় বুদ্ধি বাচ্চাদের মায়া বশ করে নেয়। বাচ্চারা বলে বাবা যত দিন বাঁচব

আপনার কাছে বর্সা নিতেই থাকব। বিকর্মের বোঝা রয়েছে অনেক , তাই তোমরা যত স্মরণে থাকবে , সেই যোগ অগ্নি দ্বারা তোমরা আত্মারা পাপ-আত্মা থেকে পুণ্য-আত্মায় পরিণত হবে। অগ্নি বস্তুকে পবিত্র করে। তোমাদের হল যোগ-অগ্নি।

এই হল বেহদের যজ্ঞ, বেহদের মালিক রচনা করেন। এত সময় কোনো যজ্ঞ চলেনা। ৫-৭ দিন বা এক মাস যজ্ঞ রচনা হয়। তোমাদের যজ্ঞ তো কত বছর ধরে চলছে। বাবা বলতেই থাকেন। বলেন ভুলে যেওনা। শুধু আমায় স্মরণ কর তাহলেই তোমাদের জন্ম জন্মান্তরের বিকর্মের বোঝা নষ্ট হবে। কোনো সন্ন্যাসী বা বিদ্বান ইত্যাদি এমন কথা বলবেনা। ভগবানুবাচ - আমি পিতা, আমায় স্মরণ করো। নিশ্চয়ই এসেছেন তাই তো বলছেন তাইনা। বাবা বলেন - এবার তোমাদের ফিরে যেতে হবে। তোমাদের আত্মা এই সময়ে পতিত হয়েছে। এখন তোমরা জানো যোগের দ্বারা আমরা পবিত্র হই। বাবা বলেন জ্ঞান অমৃত পান করে স্বর্গের মালিক হও। ইনি হলেন প্রিয়তম , তোমরা সবাই প্রিয়তমা , তোমাদের পবিত্র করতে এসেছেন, তিনি বলেন নিরন্তর আমায় স্মরণ করো। তোমরা-ই প্রতিজ্ঞা করছিলে যে আপনি যখন আসবেন তখন অন্য সব সঙ্গ ত্যাগ করে একমাত্র তোমার সঙ্গেই যুক্ত হব। তোমার কাছে সমর্পিত হব। স্ত্রী পুরুষের কাছে , পুরুষ স্ত্রী-র কাছে সমর্পণ করে। এখানে হল বাবার কাছে সমর্পিত হওয়া। বিবাহে একে অপরের কাছে সমর্পণ করতে হয় তাইনা। এখন বাবা বলছেন - মানুষের কাছে সমর্পণ করবেনা। তোমাদের প্রতিজ্ঞা আছে বাবা আপনার কাছে সমর্পিত হব। আপনি আমাদের কাছে সমর্পিত হয়েছেন তাইনা। বাবা বলেন তোমরা সমর্পণ কর তাহলে আমি তোমাদের ২১ জন্মের জন্যে সদা সুখী করে দেব। কত বিশাল এই বর্সা ! সাধু সন্ন্যাসী ইত্যাদি কেউ বর্সা থোড়াই দিতে পারবে। এখন বাবা বলেন - আমি তোমাদের বরদান অর্থাৎ বর্সা প্রদান করি। তোমরা শুধু নিরন্তর আমায় স্মরণ করো। শ্রীমৎ দ্বারা তোমরা শ্রেষ্ঠ হবে। এই কথা ভুলে যেও না। এই লক্ষ্মী নারায়ণের চিত্রও ঘরে রাখো। আমরা বাবার কাছে পুনরায় বর্সা প্রাপ্ত করছি। বাবা পরমধাম থেকে এসেছেন। কিন্তু মায়া বাজ পাখি সম আক্রমন করে , সে-ও কম নয়। সবার কথা নয় , নম্বর অনুসারে আছে। কেউ আবার একদম ভুলে যায় যে আমরা বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করি। এখানে বসলে নেশা হয়। এই স্থান থেকে বাইরে গেলেই ভুলে যায়। সকালে এসে রিফ্রেশ হয় তারপরে সারা দিন আবার ভুলে যায়। ৪-৫ বছর ভালো সার্ভিস যারা করেছেন তারা আজ নেই। একটু কিছু অমান্য করলে মায়া এমন জোরে চড় মারে যে তারা চলে যায়। বাবা বলেন মায়া খুব কঠোর । অমান্য করলে মায়া অধঃপতন করিয়ে দেয় তাই গায়ন আছে চড়লে চাখবে প্রেম রস, নীচে পড়লে চুর চুর.... দেখেছ কেমন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। বৈকুন্ঠে তো যাবেই নিশ্চয়ই। কিন্তু নম্বর অনুসারে পদ মর্যাদা আছে তাইনা। যদিও সেখানে সবাই সুখী হয় তবুও পদ মর্যাদা তো আলাদা থাকে তাইনা। স্কুলে পদ বা গ্রেডিং পাওয়ার জন্যেই তো পরিশ্রম করে । এমন নয় যে প্রজা পদেই খুশি , বা যা ভাগ্যে আছে তাই হবে.....। না, এইরকম পুরুষার্থকে তমোপ্রধান পুরুষার্থ বলা হয়। সতো প্রধান তাদের বলা হবে যারা বাবার কাছে সম্পূর্ণ বর্সা প্রাপ্তির পুরুষার্থ বা প্রতিজ্ঞা করে। এইটি হল অশ্ব দৌড়। সবাই এক নম্বরে তো যাবেনা তাইনা। এইটি হল মানুষের দৌড়। মায়া এমন বিঘ্ন উৎপন্ন করে যে রেস বা দৌড় থেকে বাইরে করে দেয়। তোমাদের হল হিউম্যান রেস অর্থাৎ মানুষের রেস। আত্মা বলে আমরা অনেক দুঃখী হয়েছি। দেহ ধারণ করতে করতে হয়রান হয়েছি। এবারে বাবার কাছে ফিরে যেতে চাই। বাবা যুক্তি তো বলে দিয়েছেন। বাবা আমরা আপনার স্মরণে থাকব। যত সময় পাও তত ভালো। যেমন গভর্নমেন্টের সার্ভিস আট ঘন্টার হয় কিনা। ঠিক সেইরকমই এখানকার সেবায়ও আট ঘন্টা থাকো। সৃষ্টিকে স্বর্গে

পরিণত করার সার্ভিস খুবই বিশাল গুরুত্বপূর্ণ সার্ভিস। শুধু বাবাকে স্মরণ করো এবং সুখধাম কে স্মরণ করো। শুধু আট ঘন্টা সার্ভিস করলেই সম্পূর্ণ বর্সা প্রাপ্ত করবে। এমন স্মরণ করতে করতে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। আট ঘন্টা তোমরা এই সার্ভিসে দাও। বাকি ১৬ ঘন্টা তোমরা ফ্রী থাকো। যত খানি সম্ভব ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করো। স্মরণ করার সেবা তো তোমরা যে কোনও স্থানে বসে করতে পারো। সবচেয়ে ভালো তোমরা ভোরবেলায় পাও। সিন্ধি ভাষায় বলা হয় - সয়েল সুমণ, সয়েল উঠণ অর্থাৎ সকালে (শীঘ্র) শোওয়া, সকালে ওঠা .... এই গুণ মানুষকে জ্ঞানী করে। অজ্ঞানী জন আট ঘন্টা ঘুমায়। তোমাদের ঘুমের সময় অর্ধেক হওয়া উচিত। ৪ ঘন্টার ঘুম হওয়া উচিত। তোমরা কর্মযোগী কিনা। রাত্রে ১০ টায় শুয়ে পড়ো, ২টোর সময় ওঠো । শিববাবাকে স্মরণ করো। ২-টোর সময় উঠতে না পারলে ৩-টের সময় ওঠো , ৪-টের সময় ওঠো। অমৃতবেলার সময় হল ফার্স্টক্লাস সময়। একেবারে শান্তি থাকে। সবাই অশরীরী হয়ে থাকে । সেই সময় চারিপাশ নিঃশব্দ থাকে, যেন পরমধাম বা মূল বতন হয়ে যায়। এমন মনে হয় সবার মৃত্যু হয়েছে। সেই সময় তোমরা বাবাকে স্মরণ করলে সেই স্মরণ পাকা হয়ে যাবে। অমৃতবেলার স্মরণের ভালো প্রভাব পড়ে। বাবা বহুবার রাত্রি জাগরণ করেছেন। দৈহিক কার্যে মাথা ভারী হয়। সূক্ষ্ম সার্ভিসে ক্লান্তি বোধ হয়না। আয় বা উপার্জন কার্যে থোড়াই ক্লান্তি অনুভব হয়। বরং খুশী অনুভব হয়। সুতরাং সকাল সকাল উঠে স্মরণ করলেই বৃহৎ উপার্জন হয়। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) অমৃতবেলায় উঠে অশরীরী হয়ে বাবাকে স্মরণ করার অভ্যাস করতে হবে। সম্পূর্ণ বর্সা প্রাপ্তির জন্যে স্মরণের রেস করতে হবে। আট ঘন্টা অবশ্যই স্মরণ করতে হবে।

২) একমাত্র বাবার কাছে সম্পূর্ণ সমর্পিত হতে হবে। নিজের মনের মতামত বা অন্যের মতামত অনুযায়ী না চলে এক বাবার শ্রেষ্ঠ মতামত অনুযায়ী চলতে হবে।

বরদান :- নিজের কর্ম ও স্থিতি দ্বারা ব্রহ্মাবাবাকে স্পষ্ট ভাবে প্রত্যক্ষ কারী মাস্টার ব্রহ্মা হও ।

ব্যাখা: যেমন ব্রহ্মাবাবার নিজস্ব সংস্কার ছিল "প্রথমে তুমি" । যে কোনও স্থানে প্রথমে বাচ্চারা , প্রতিটি কথায় বাচ্চাদের নিজের আগে রেখেছেন। শুধুমাত্র কথার কথা নয় , শুভচিন্তক ভাব দিয়ে। বাচ্চারা করলেও বাবার সেবা , আমি করলেও বাবার সেবা । আমি এগিয়ে যাব , এমন নয়। অন্যদের অগ্রসিত করে নিজে এগিয়ে চলো। যখন এই ভাবনা প্রত্যেকের মনে থাকবে তখন বলা হবে মাস্টার ব্রহ্মা। তারপর এমন কেউ বলবেনা যে আমরা ব্রহ্মা বাবাকে প্রত্যক্ষ দেখিনি। তোমাদের কর্ম , তোমাদের স্থিতি ব্রহ্মাবাবাকে স্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত করবে।

স্লোগান - একাগ্রতার দৃঢ় সঙ্কল্প দ্বারা সাগরের গভীরে চলে যাও তাহলে অনুভবের হীরে মুক্তো প্রাপ্ত হবে ।